কালের কণ্ঠ

তারিখ 11 MAR 2014
পৃষ্ঠা ১৪ কলাম ৩

শিক্ষকদের মর্যাদা ও বেতন বৃদ্ধি

এবার নিশ্চিত হোক শিক্ষার মান

শিক্ষকদের জন্য সুখবর। দেশের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকদের পদমর্যাদা তৃতীয় শ্রেণী থেকে দ্বিতীয় শ্রেণীতে উন্নীত করা হয়েছে। একই সঙ্গে বেড়েছে সহকারী শিক্ষকদের বেতন। গত রবিবার প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী এ ঘোষণা দিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণার পর প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে প্রজ্ঞাপনও জারি করা হয়েছে। রবিবার থেকেই এ সিদ্ধান্ত কার্যকর হবে বলে জানিয়েছেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী।

আমাদের দেশে শিক্ষকদের অবহেলিত বলেই ধরে নেওয়া হয়। প্রধানমন্ত্রীর এ ঘোষণা ও একই দিনে মন্ত্রণালয় থেকে প্রজ্ঞাপন জারি হওয়ার ঘটনা দেশের সব সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মধ্যে নিঃসন্দেহে নতুন উৎসাহ-উদ্দীপনার সৃষ্টি করবে। আজকের দিনের বিবেচনায় শিক্ষকদের এ পেশায় টিকে থাকা ও উৎসাহের সঙ্গে কাজ করা দুরূহ, পাশাপাশি মেধাবীরাও এ পেশায় আসার আগ্রহ হারায়। সরকারের ঘোষণাটি কিছুটা হলেও এ পরিস্থিতির উন্নতি করবে বলে মনে করা যেতে পারে। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গেই দেখতে হচ্ছে, শিক্ষা ক্ষেত্রে দেশের প্রাথমিক স্তরের চিত্রটি সুখকর নয়। বিশ্বব্যাংকের শিক্ষাবিষয়ক পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন বলছে, শিক্ষার্থীদের মধ্যে যাদের শেখার মাত্রা খারাপ, তাদের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা শেষ না করেই ঝরে পড়ার ঝুঁকি বেশি। ওই প্রতিবেদন অনুযায়ী, বাংলাদেশের পঞ্চম শ্রেণীর মাত্র ২৫ শতাংশ শিশু বাংলায় ও ৩৩ শতাংশ গণিতে প্রত্যাশিত দক্ষতা অর্জন করতে পারছে। অন্যদিক থেকে হিসাব করলে এ দুই বিষয়ে যথাক্রমে ৭৫ ও ৬৭ শতাংশ শিশু ভালোভাবে শিখছে না। শিক্ষার্থীদের এই না শেখার দায়টি কিন্তু শেষ পর্যন্ত পড়ায় শিক্ষকদের ওপর। কারণ শিক্ষার্থীরা কী শিখছে, কী করে শিখছে ও সামগ্রিকভাবে কতটুকু বুঝতে পরছে, তা প্রবলভাবে নিয়ন্ত্রণ করেন শিক্ষকরা। বিশ্বব্যাংকের ওই প্রতিবেদনে আরো বলা হয়েছে, এ শিক্ষকদেরও পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ নেই। তাঁরা বাঁধাধরা পদ্ধতিতে মুখস্থ পড়ান। পড়ানোর বিষয়ে তাঁদের জ্ঞানের অপ্রতুলতা শিক্ষার্থীদের শেখার ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে বলে বিশেষজ্ঞদের অভিমত।

আগে শিক্ষকদের অনেক অভিযোগ ছিল। কিন্তু এখন তাঁদের পদমর্যাদা ও বেতন বৃদ্ধির পর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা নিশ্চয় নতুন উদ্যমে তাঁদের পেশায় মনোযোগী হবেন। মনে রাখতে হবে, শিক্ষকতা সাধারণ কোনো পেশা নয়, ব্রত। শিক্ষকদের মর্যাদা ও বেতন বৃদ্ধি পেয়েছে। আমরা আশা করি, মর্যাদা ও বেতন বৃদ্ধির এ ধারা অব্যাহত থাকবে। শিক্ষকদের এবার এ মর্যাদার প্রতিফলন দেখাতে হবে তাঁদের কর্মক্ষেত্রে। নিজেদের দুর্বলতা দূর করতে হবে। এবার শিক্ষার মান কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে আসুক—এটাই আমাদের চাওয়া।